কবিতার প্রতি তাঁর বিশেষ টান ছিল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতার প্রতি তাঁর বিশেষ টান ছিল, তাঁর ছবিতে আমরা সব সময় একপ্রকার কাব্য সুষমা লক্ষ্য করেছি ঃ

একটা সময় তণ চিত্রশিল্পী এবং লিট্‌ল ম্যাগাজিনের নবীন কবি-লেখকদের মধ্যে বেশ একটা যোগাযোগ ঘটেছিল। তখন ছিল একটা উন্মাদনার সময়, কর্পোরেশন অফিস আর নিউ মার্কেটের মধ্যবর্তী ছোট্ট পার্কটি, এখন যার নাম চার্লি চ্যাপলিন স্কোয়ার, সেখানে চালু হলো আর্ট ফেয়ার। খ্যাতনামা ও সদ্য আগত শিল্পীরা সেখানে ছবি সাজাতেন, তণ কবিরা সেখানে কবিতা পাঠ করে লোক জমাতেন। বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে কবিতার ষ্টল খোলা হলে শিল্পীরা এঁকে দিতেন অভিনব পোষ্টার, কোন শিল্পীরা প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিনে কবি লেখকরা দলবল মিলে যেতেন হৈ-চৈ করতে।
সেই রকম সময়েই চা খানের সঙ্গে পরিচয়।
তখন দারিদ্র্য-দশার মধ্যেই চলছে শিল্প-সাহিত্যের জন্য লড়াই। আমরা সকলেই প্রায় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, একদিকে আছে সাংসারিক তাড়না অন্যদিকে এই সব উদ্যমের জন্য পয়সা সংগ্রহের চেষ্টা। কবিতা লিখতে পয়সা লাগে না, কালি কলমের ও তেমন খরচ নেই, কিন্তু পত্রিকা বার করতে গেলে প্রেসের ধার মেটাতে হয়। আর যারা ছবি আঁকে তাদের তো রং তুলি, ত্রেয়ন-ক্যানভাস এই সবের জন্য টাকা পয়সা লাগেই। এক একজন শিল্পী কী অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে থেকেও শিল্পের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তা দেখেই তাদের প্রতি গভীরভাবে আকর্ষণ বোধ করতাম।
কবিতার এক একটা চিত্রকল্প শিল্পীদের প্রেরণা দিতে পারে, যেমন কোনো ছবি বা ভাস্কর্য দেখেও হঠাৎ হঠাৎ মাথায় কবিতার লাইন এসে যায়। শিল্পী ও কবিদের এই ভাবগত দেনা-পাওনাই যথেষ্ট নয়, একটা পারস্পরিক অব্যক্ত আদান-প্রদানও দরকার, যা ব্যক্তিগত মেলামেশা ও আড্ডাতেই পাওয়া যায়। সেই ব্যাপারটাই ঘটেছিল সেই সময়।
চা খান শান্ত ও লাজুক ধরনের মানুষ। গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে কিছুটা দূরে থাকাই তাঁর স্বভাবধর্ম। আমরা একটি কবি-শিল্পীর দল সেই সময় ছিলাম একটু বেশি রকমের হৈ-চৈ পরায়ণ, আমাদের আড্ডায় চা খান নিয়মিত ভাবে থাকতেন না, কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটা যোগাযোগ সর্বক্ষণ ছিল। জীবিকা ও ছবি আঁকাকে সব সময় রাখতেন আলাদা করে। কবিতায় তাঁর বিশেষ টান ছিল, তাঁর ছবিতে আমরা সব সময় এক প্রকার কাব্য সুষমা লক্ষ্য করেছি। আমি ছবি ভালো বুঝি না এখনো, তবে ছবি দেখতে ভালোবাসি। বিদেশে গেলে আর্ট গ্যালারি গুলো ঘুরে ঘুরে দেখি। ভালোলাগাটাই আমার সম্বল, কোন্ ছবি কেন ভালো কী তার বৈশিষ্ট্য, রেখা ও রঙের সামঞ্জস্যের মধ্যে কী সব কারিগরি থাকে তা ঠিক বলতে পারবো না। চা খানের স্কেচগুলি সাবলীল ও জোরালো, ছবির আয়তনের মধ্যে আকৃতি ও শূন্যতার একটা চমৎকার ব্যালান্স আছে মনে হয়। তাঁর জল রঙের ছবিতে রঙের একটা পাতলা আভা চোখ টেনে রাখে। জল রঙের মধ্যে একটা সত্যিকারের জ্বলজ্বল ভাব না থাকলে সে ছবি তেমন সার্থক মনে হয় না, ওঁর ছবিতে আমি সেটা পেয়েছি। ওঁর তেল রঙের কোনো মূল ছবি অবশ্য দেখার সুযোগ আমার ঘটেনি, তবে প্রিন্ট দেখেছি অনেক। তাঁর এইসব ছবিতে বিমূর্ত ভাবধারার মধ্যে কিন্তু বিদেশী ছাপ নেই, রঙের ব্যবহারের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে আমাদের চেনা পরিপার্শ্ব।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com